



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, দশম সংখ্যা, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ১৯, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ৬

দিমাগি নকশাল হোমিও ওষুধের মতো- প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিগ্লি: ‘দিমাগি নকশাল’ নিয়ে ফের সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লিতে শ্রী রাম কলেজ অব কমার্সের (এসআরসিসি) শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, লালকেল্লার ভাষণে তিনি ‘দিমাগি নকশাল’-এর কথা বলেছিলেন। তাঁর দাবি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নীতিতে ওষুধ শুরু করার পর প্রথম দিকে রোগের উপসর্গ আরও প্রকট হতে পারে। একইভাবে ‘দিমাগি নকশাল’ নামের সেই ‘হোমিওপ্যাথিক ওষুধ’ দেওয়ার পর একে একে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনে আসতে শুরু করেছেন এবং কারা এই ‘অসুস্থতা’ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তা এখন সাধারণ মানুষও দেখতে পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৪০ কোটি মানুষের দেশে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন—“এটা তো খুব সহজ ছিল, মোদি নতুন কী করেছেন?” কিন্তু তাঁর মতে, বাস্তবে দেশ পরিচালনা ও বিভিন্ন সংকটের মোকাবিলা মোটেই সহজ ছিল না। পুরনো দিনের কথা উল্লেখ করে মোদি ২০১৩ সালের কদোরনাথ বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, সেই সময় গোটা সরকার কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, তা নিয়ে সরকারের কাছে স্পষ্ট দিশা ছিল না। ২০০৮ সালের ব্যাঙ্কিং সঙ্কট প্রসঙ্গেও তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, সেই সময়ের সরকার দীর্ঘদিন সঙ্কটের আড়ালে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সাহস দেখায়নি। এর ফলে দেশের গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ধসের মুখে চলে গিয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। একই বছর মুম্বইয়ে ভয়াবহ

সন্ত্রাসবাদী হামলার কথাও উল্লেখ করেন মোদি। তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন সরকার আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়লেও পাকিস্তানকে ‘শিক্ষা’ দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। এরপর গত ছয় বছরে ভারতের সামনে আসা একাধিক বড় সঙ্কটের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর তালিকায় ছিল কোভিড-১৯ অতিমারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বাগিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পরিস্থিতি এবং পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট। মোদির বক্তব্য, প্রতিটি সঙ্কটের সময়ই অনেকে মনে করেছিলেন, এবার ভারত আর পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের উল্লেখ করে মোদি জানান, এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯ শতাংশ বেড়েছে। সামগ্রিক গাড়ি বিক্রি ২০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে দু’চাকার গাড়ির বিক্রি প্রায় ২০ শতাংশ এবং তিন চাকার গাড়ির বিক্রি প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। ইস্পাত ও সিমেন্টের ব্যবহারও ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই পরিসংখ্যান নির্মাণ, আবাসন এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রসারের ইঙ্গিত দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর বিরোধীদের একাংশও তখন মনে করেছিলেন, “এবার মোদি আটকে গিয়েছেন” এবং তাঁকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাঁর মতে, দেশের মানুষের আশীর্বাদের শক্তির কারণে ভারতকে ব্যর্থ দেখতে চাওয়া ব্যক্তিদের প্রত্যাশা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পথ দেখানো সূর্যের দিকে এগিয়ে চলা জাহাজের মতোই আত্মনির্ভরতার পথে ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা বিকশিত ভারতের ভিত্তি

নয়াদিগ্লি: শিক্ষক দিবসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিগ্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি বলেন, সংবিধানে স্বীকৃত সুযোগের সমতার আদর্শ বাস্তবায়নের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুটের হার প্রায় নগণ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকারও প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি বলেন, স্কুলশিক্ষাই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। জ্ঞান ও দক্ষতা জীবনের যে কোনও পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব হলেও শৈশবেই ভালো আচরণ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া সবচেয়ে কার্যকর। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের বৌদ্ধিক, শারীরিক ও নৈতিক বিকাশের দিকে শিক্ষকরা যত্ন সহকারে নজর দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মেধাবী শিক্ষার্থী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন,

অনেক শিক্ষার্থী অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসে। কেউ পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, কেউ প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ স্কুল থেকে বড় শহরের স্কুলে আসে। আবার কেউ স্বভাবতই লাজুক, কেউ অত্যন্ত প্রতিভাবান হলেও আত্মবিশ্বাসের অভাবে পিছিয়ে থাকে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

উন্নয়নে শিক্ষাগত উৎকর্ষ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোগপতিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতকে বিশ্বের ‘স্কিল ক্যাপিটাল’ বা দক্ষতার রাজধানী এবং জ্ঞানভিত্তিক শক্তিতে পরিণত করা জাতীয় অগ্রাধিকারের অন্যতম লক্ষ্য। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাণসঞ্চার করেন। দেশের একজন শিক্ষার্থীও যাতে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষকদের



শিশুরাও শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা এবং কোনও কারণে নিজেদের পিছিয়ে মনে করা শিশুদের এগিয়ে নিয়ে আসা শিক্ষকদের বিশেষ দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, দেশের

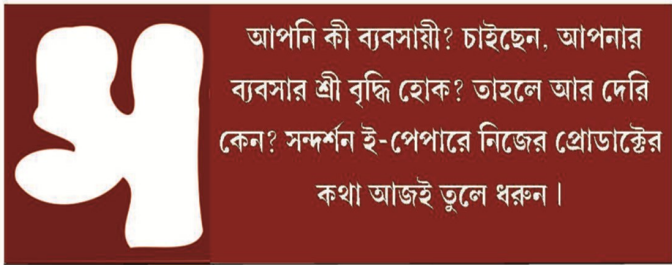
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, নৈতিকতা ও সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষকদের এই ভূমিকার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের এমন নাগরিক তৈরি হবে, যারা দেশের উন্নয়ন ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।

জামসাহেবের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা ওয়ারশতে জয়শঙ্করের ভারত-পোল্যান্ড বন্ধনের স্মরণ

ওয়ারশ: পোল্যান্ড সফরে গিয়ে ‘গুড মহারাজা’ হিসেবে পরিচিত জামসাহেব দিগ্বিজয়সিংজি রণজিৎসিংজি জাদেজার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানানেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার ওয়ারশে তিনি স্মৃতিসৌধটি পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পোল্যান্ডের সাংসদ কিংগা গায়েভস্কা এবং ওচোট্টা শহরের মেয়র পিওত্র ক্রাসনোদেবস্কি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিশ্বস্ত পোল্যান্ড থেকে পালিয়ে আসা এক হাজারেরও বেশি পোলিশ শরণার্থী, প্রধানত শিশুদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নওয়ানগরের জামসাহেব দিগ্বিজয়সিংহজি। তাঁর মানবিকতা ও সহমর্মিতার জন্যই পোল্যান্ডে তিনি ‘গুড মহারাজা’ নামে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জামসাহেবের এই ভূমিকা ভারত ও পোল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জনসম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে বিবেচিত হয়। জয়শঙ্কর তাঁর সমাজমাধ্যম এক্সে করা একটি বার্তায় জামসাহেবের স্মৃতি তুলে ধরে জানান, তাঁর মানবিক উদ্যোগ আজও ভারত-পোল্যান্ড সম্পর্কের অন্যতম আবেগঘন অধ্যায়। পোল্যান্ডে জামসাহেবের নামে আটটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। ভারতীয় দূতবাসের তথ্য অনুযায়ী, পোল্যান্ডে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী বর্তমানে পড়াশোনা করছেন এবং দুই দেশের মানুষের

মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত যোগাযোগও ক্রমশ বাড়ছে। জয়শঙ্করের বর্তমান পোল্যান্ড সফর দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কের নতুন পর্বের সঙ্গেও যুক্ত। ২০২৪ সালে ভারত ও পোল্যান্ড তাদের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারত্বে উন্নীত করেছিল। সাম্প্রতিক আলোচনায় প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সাইবার নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, প্রযুক্তি

অভিমুখকে সামনে রেখেই ভারত-পোল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে জোরদার করতে চাইছে নয়াদিগ্লি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৫ হাজার পোলিশ নারী ও শিশুকে আশ্রয় দেওয়ার ঐতিহাসিক মানবিক উদ্যোগকে স্মরণ করে ওয়ারশের কোলহাপুর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানানেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। পোল্যান্ড সফরের সময় তিনি স্মৃতিসৌধে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমাজমাধ্যমে জয়শঙ্কর লেখেন, “বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থেকেও আমরা ভারতকে স্মরণ করি—কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।” দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত যে পোলিশ নারী ও শিশুদের আশ্রয় দিয়েছিল, সেই মানবিকতার কথা স্মরণ করেই তিনি কোলহাপুর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান। জয়শঙ্করের মতে, সেই উদারতার স্মৃতি এখনও পোল্যান্ডের মানুষের জাগরুক। যুদ্ধের ভয়াবহতার সময় ভারতীয় ভূখণ্ডে আশ্রয় পাওয়া ওই পোলিশ নারী ও শিশুদের সঙ্গে ভারতের যে মানবিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তা আজও দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে রয়েছে। ভারত-পোল্যান্ড সম্পর্কের ঐতিহাসিক ও মানবিক ভিত্তিকে স্মরণ করে জয়শঙ্করের এই দুই স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের তাৎপর্যও তুলে ধরেছে।



আপনি কী ব্যবসায়ী? চাইছেন, আপনার ব্যবসার শ্রী বৃদ্ধি হোক? তাহলে আর দেরি কেন? সন্দেশ ই-পেপারে নিজের প্রোডাক্টের কথা আজই তুলে ধরুন।

Note No. 5/Sandarshan/Admin-26

Date: 26/06/2026

বিজ্ঞাপনের ধরণ	প্রতি সংখ্যা	মাসিক প্যাকেজ
১/৪ পৃষ্ঠা	₹৬০০	₹২,০০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)
১/৮ পৃষ্ঠা	₹৩৭৫	₹১,২০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)

বুকিং নীতি

- দৈনিক ট্যাবলারেড হওয়ার প্রতিটি সংখ্যার বিজ্ঞাপন স্লট সীমিত। কলে সর্বোচ্চ ১টি ১/৪ পৃষ্ঠা ও ১টি ১/৮ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।
- বিজ্ঞাপন আসে বুকিং, আসে অগ্রাধিকার (First Come, First Served) ভিত্তিতে প্রকাশিত হবে।
- মাসিক প্যাকেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একদিন কিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে।
- বিজ্ঞাপনের ৭৫% অর্থ অগ্রিম জমা দিতে হবে।
- স্লট বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ 6294512379 @ sandarshan.magazine@gmail.com-এ।

(কাশ্মীরা লাইভ্জি)

প্রকাশনা, সন্দেশ ই-পেপার



সম্পাদকীয়

একজন তরুণ মাসের পর মাস নিজের উদ্যোগে দূষিত নদী পরিষ্কার করছেন। কোনও বড় সংস্থা নেই, সরকারি অনুদান নেই, প্রচারের বিশাল ব্যবস্থা নেই—আছে শুধু নিজের দায়বদ্ধতা। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাজ নজরে পড়ল আন্তর্জাতিক স্তরে। বিশ্বের অন্যতম পরিচিত সমৃদ্ধ-পরিচ্ছন্নতা উদ্যোগের প্রধান বয়ান স্লাট তাঁকে কাজের প্রস্তাব দিলেন। ঘটনাটি যতটা প্রশংসার, তার চেয়েও বেশি লজ্জার। কারণ প্রস্তুত বয়ান স্লাট তাঁকে কেন চিনলেন, সেটা নয়। প্রশ্ন হল—ভারত তাঁকে আগে কেন চিনল না? আমাদের দেশে প্রতিভা আছে। উদ্যোগী তরুণ আছে। অসাধারণ গবেষক আছে। পরিবেশ নিয়ে কাজ করা মানুষ আছে। প্রযুক্তি উদ্ভাবক আছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এমন ছেলেমেয়ে আছে, যারা কোনও সরকারি প্রকল্পের নাম না জেনেও নিজের সমস্যার সমাধান নিজেরাই তৈরি করে ফেলছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশের সামনে একই দেওয়াল—স্বীকৃতির অভাব, পুঁজির অভাব, পরামর্শের অভাব এবং প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ। সরকার প্রতিভা খোঁজার কথা বলে। কর্পোরেট সংস্থা উদ্ভাবনের কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে কতজন তরুণকে নিয়মিতভাবে খুঁজে বের করা হয়? কতজনকে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দেওয়া হয়? কতজনের উদ্যোগকে পরীক্ষামূলক স্তর থেকে বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োগে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কোনও প্রতিষ্ঠান নেয়? আমরা পুরস্কার দিতে খুব ভালোবাসি। কিন্তু পুরস্কার দেওয়ার আগে প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করি কতটা? আর এই শূন্যস্থানই অন্যরা পূরণ করে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহুজাতিক সংস্থা কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান যদি কোনও ভারতীয় তরুণের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পায়, তারা তাকে প্রশিক্ষণ দেবে, অর্থ দেবে, আন্তর্জাতিক

মঞ্চ দেবে। এটাই স্বাভাবিক। প্রতিভার কোনও ভৌগোলিক সীমান্ত নেই। তাই কেউ কেউ যখন বলেন, বিদেশি শক্তি ভারতীয় প্রতিভাকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, সেই আশঙ্কাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে তার থেকেও বড় সত্য হল—যে শূন্যস্থান আমরা নিজেরা তৈরি করি, সেখানে অন্য কেউ ঢুকবেই। নিজেদের ব্যবস্থার দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা অনেক বেশি জরুরি। দেশপ্রেমের অর্থ প্রতিভাকে বিদেশে যেতে না দেওয়া নয়। দেশপ্রেমের অর্থ এমন পরিবেশ তৈরি করা, যাতে একজন প্রতিভাবান ভারতীয়কে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করার জন্য প্রথমে বিদেশের দরজায় কড়া নাড়তে না হয়। আশু প্রয়োজন প্রতিভার হাতে বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ তুলে দেওয়া। এ জন্য দরকার জাতীয় স্তরে একটি শক্তিশালী প্রতিভা শনাক্তকরণ ও বিকাশ ব্যবস্থা। জেলা থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত এমন একটি কাঠামো প্রয়োজন, যেখানে বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, পরিবেশকর্মী, সামাজিক উদ্যোগী, শিল্পী কিংবা প্রযুক্তিবিদ—যে কোনও ক্ষেত্রের অসাধারণ কাজকে চিহ্নিত করা হবে। দেওয়া হবে অর্থায়ন, পরামর্শ, গবেষণাগার, প্রযুক্তি, বাজার এবং প্রশাসনিক সহায়তা। নইলে ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর স্লোগান যতই উচ্চস্বরে দেওয়া হোক, ভারতের প্রতিভা আবিষ্কার করবে অন্য দেশ। কারণ আগামী দিনের ভারত শুধু বড় শিল্পগোষ্ঠী বা সরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে না; তৈরি করবে সেইসব অন্যো তরুণ, যারা আজ কোনও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ময়লা তুলছে, কোনও ছোট ঘরে বসে নতুন যন্ত্র বানাচ্ছে, কিংবা নিজের গ্রামের সমস্যা সমাধান খুঁজছে। তাদের চিনুন। তাদের সুযোগ দিন। তাদের পাশে দাঁড়ান। নইলে ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে—“ভারতের প্রতিভাকে ভারত চিনতে পারেনি কেন?”

আইআইটি খড়গপুরে সাক্ষরী স্বাস্থ্যপ্রযুক্তির শুরু

খড়গপুর: গবেষণাগারে উদ্ভাবিত সাক্ষরী স্বাস্থ্যপ্রযুক্তিকে বাজার ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আইআইটি খড়গপুরে ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (ডিএসআইআর) কমন্স রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হাব বা সিআরটিডিএইচ-এর টেকসই পর্বের সূচনা হল। শনিবার আইআইটি খড়গপুরের বেন গুপ্ত অডিটোরিয়ামে এই পর্বের উদ্বোধন করেন ডিএসআইআর-এর সচিব এবং কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (সিএসআইআর) ডিরেক্টর জেনারেল ড. (শ্রীমতী) এন. কলাইসেলভি। ২০১৯ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন ডিএসআইআর-এর সিআরটিডিএইচ প্রকল্পের আওতায় সাক্ষরী স্বাস্থ্যপরিষেবার প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য এই হাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক অনুদান-নির্ভর পর্ব সফলভাবে শেষ করার পর এবার এটি স্বনির্ভর জাতীয় পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করবে। ব্যবহারকারী ফি, শিল্প সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রযুক্তি রূপান্তর অংশীদারত্বের মাধ্যমে পরিচালন বয়স মেটানো হবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, নবউদ্যোগ, উদ্ভাবক এবং অন্যান্য অংশীদারদের জন্য উন্নত গবেষণা পরিকাঠামো, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সহায়তা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে ড. কলাইসেলভি বলেন, দেশীয় চিকিৎসা প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডিএসআইআর এবং সিআরটিডিএইচগুলির নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি সহায়তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও একটি সিআরটিডিএইচ-এর স্বনির্ভরভাবে কাজ করে যাওয়া প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য—শিল্প ও উদ্ভাবকদের পরিষেবা দেওয়া—বাস্তবায়নের প্রমাণ। এই পরিকাঠামোর ব্যাপক ব্যবহার চিকিৎসা-সরঞ্জাম প্রযুক্তিতে দেশের আত্মনির্ভরতা জোরদার করবে এবং ২০৪৭-এর বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেও তিনি জানান। অনুষ্ঠানের আগে ড. কলাইসেলভি আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা এবং সিআরটিডিএইচ-এর প্রধান গবেষক

অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তীর সঙ্গে হাবের ভেজা ও শুষ্ক গবেষণাগার এবং থাইড কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে তিনি আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাসে একটি চারাগাছ রোপণ করেন। সিআরটিডিএইচ-এর টেকসই পর্বের সূচনা এবং এর দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের প্রতীক হিসেবেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। ২০১৯ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত হাবের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, বাস্তব স্বাস্থ্যপরিষেবার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা মোকাবিলায় সাক্ষরী উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে এমন এলাকায় এবং সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহারের উপযোগী প্রযুক্তি তৈরি করতে হলে তা হতে হবে নির্ভরযোগ্য, সহজলভ্য ও ব্যবহারবান্ধব। প্রায় ৫,০০০ বর্গফুট পরিসরে পরিচালিত এই হাব ইতিমধ্যেই ২০টিরও বেশি প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়তা করেছে। এর মধ্যে একাধিক প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে বাজারে এসেছে। ক্লিনিক্যাল প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিটও গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে সাক্ষরী স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থার অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্বে সিআরটিডিএইচ-এর পরামর্শপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি গবেষণাগারে তৈরি প্রাথমিক নমুনাকে কীভাবে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তর করা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে সম্মানিত করেন ড. কলাইসেলভি এবং আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা। অন্যদিকে, সুন্দরবন ও বীরভূম-সহ প্রত্যন্ত এলাকার ১৫ জন সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মী তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সিআরটিডিএইচ-এর দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও শংসাপত্রপ্রাপ্ত এই স্বাস্থ্যকর্মীরা এখন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ইউনিট পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটগুলির মাধ্যমে তাঁরা প্রাথমিক রোগ নির্ণয় পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানোর পরিষেবা সহায়তা করছেন।

মোদির শুভেচ্ছার জবাব

একসঙ্গে আইএমইসি গড়তে আহ্বান মেলনি’র

নয়াদিল্লি: ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলনির ইতালির যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘটনায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। তবে দুই রাষ্ট্রনেতার বার্তার মধ্যে মেলনির প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গেল। মোদি তাঁর সমাজমাধ্যমের বার্তায় মেলনিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই মাইলফলক ইতালির জনগণের তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। একইসঙ্গে মেলনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ভারত-ইতালি স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন। দুই দেশের মানুষের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জানান তিনি। এর জবাবে মেলনি মোদিকে সরাসরি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ভারত ও ইতালির সম্পর্ক বর্তমানে আগের যে কোনও সময়ের তুলনায় আরও শক্তিশালী। দুই দেশের মধ্যে চালু হওয়া স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ দুই দেশের সম্পর্কের গুরুত্ব এবং পারস্পরিক দক্ষতাকে একত্রিত করে নতুন বৃদ্ধির সুযোগ তৈরির অভিপ্রায়ে স্বীকৃতি। একইসঙ্গে ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডর বা আইএমইসি গড়ে তুলতেও ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কথা জানান তিনি। অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফও মেলনিকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর নেতৃত্বে ইতালির অগ্রগতির প্রশংসা করেন। পাকিস্তান-ইতালি সম্পর্ককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করার জন্য মেলনির সঙ্গে

কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্য্যশার কথাও জানান তিনি। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত শেহবাজ শরিফের ওই বার্তার কোনও প্রকাশ্য জবাব মেলনি দেননি, অন্তত প্রকাশিত সমাজমাধ্যম বার্তাগুলিতে তার কোনও উল্লেখ নেই। বিপরীতে, মোদির শুভেচ্ছার জবাবে মেলনি তাঁকে সরাসরি ‘প্রিয় নরেন্দ্র মোদি’ সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং ভারত-ইতালি সম্পর্কের পাশাপাশি দুই মহাদেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিস্তারিত মত জানিয়েছেন। এই দুই প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে ভারত-ইতালি সম্পর্ক বর্তমানে কৌশলগত অংশীদারত্ব, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং আইএমইসি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। তবে মেলনির শেহবাজকে প্রকাশ্যে জবাব না দেওয়াকে সরাসরি সন্তোষবাদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখা উচিত বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। বিশ্লেষকদের একাংশের সঙ্গে একমত্য প্রকাশ করে, পাকিস্তান আগামী দিনেও ভারতের জন্য বড় নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং হুমকি হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহান। তাঁর মতে, পাকিস্তানের কৌশল হল প্রচলিত সামরিক অভিযানের পরিসর সংকুচিত করে সাব-কনভেনশনাল অপারেশন, অর্থাৎ সন্তোষবাদ ও সীমান্তপারের কার্যকলাপের পরিসর বাড়ানো। তিনি বলেন, পরমাণু অস্ত্রের উপস্থিতির কারণে পাকিস্তান প্রচলিত সামরিক অভিযানের সুযোগ কমিয়ে সন্তোষবাদ ও প্রক্সি যুদ্ধকে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে

ব্যবহার করে আসছে। ফলে আগামী দিনেও সন্তোষবাদ এবং প্রক্সি যুদ্ধ ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। চৌহানের বক্তব্য, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একমাত্র কার্যকর পথ হল বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা। তাঁর দাবি, উরি, বালাকোট এবং অপারেশন সিঁদুর—এই তিনটি সীমান্তপারের অভিযানের মাধ্যমে ভারত সেই প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। প্রাক্তন সিডিএস বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধ ও সন্তোষবাদ ব্যবহারের মূল্য বা খরচ এতটাই বাড়াতে হবে, যাতে তারা এটিকে রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত হয়। তাঁর মতে, অপারেশন সিঁদুর, ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্থগিত রাখা এবং কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপ প্রতিবেশী দেশের আচরণে পরিবর্তন আনতে পারে। তবে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কিছু চুক্তি ও সমঝোতা নিয়ে সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন চৌহান। তাঁর আশঙ্কা, এই ধরনের চুক্তি বা সমঝোতা পাকিস্তানের মধ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারে এবং তার জেরে ভবিষ্যতে তারা ফের কোনও ভুল হিসাব বা কৌশলগত ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। চৌহানের পরে পাকিস্তান স্পষ্ট, পাকিস্তানের সঙ্গে নিরাপত্তা মোকাবিলায় ভারতের কৌশলের কেন্দ্রে থাকবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ ক্ষমতা, সীমান্তপারের সন্তোষবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিপক্ষের জন্য প্রক্সি যুদ্ধের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া। অন্যদিকে, শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্সে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও এদিন উঠে এসেছে সন্তোষবাদ মোকাবিলায় অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের কথা। বিকশিত ভারতে পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বও তিনি তুলে ধরেন।

২০০ কোটি ডিজিটাল

ভিউয়ের লক্ষ্য

কলকাতা: দুর্গাপূজাকে আন্তর্জাতিক পঘটনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরতে বড়সড় প্রচার অভিযানের পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমবঙ্গ পঘটন দফতর। ‘দুর্গাপূজা গ্লোবাল কান্টেন্ট ২০২৬’ কর্মসূচির আওতায় নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা, লন্ডনের পিকার্ডিলি লাইটস, সিডনি এবং জাপানের বিভিন্ন বিমানবন্দরের মতো আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাংলার দুর্গাপূজার প্রচার করা হবে। এই প্রচারের আওতায় দেশের ১০টি বিমানবন্দর, ৫০টি রেলস্টেশন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১,০০০টি পুজোমণ্ডপকেও যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিজিটাল প্রচারে অংশ নেবেন প্রায় ২,৬০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট নির্মাতা। তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারী বা গ্রাহকসংখ্যা অন্তত ১০ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ ভ্রমণ, পঘটন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রচার করবেন। বাকি ৪০ শতাংশের বিষয় হবে খাদ্য, শিল্প, ফ্যাশন, জীবনযাপন ও আলোকচিত্র। বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে মোট ২০০ কোটি দর্শন ও প্রচার-প্রতিক্রিয়া অর্জনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যের পঘটন পরিকাঠামো পুনর্গঠনে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় গঙ্গায় আনন্দভ্রমণের জন্য ১১টি নতুন জলযান চালুর প্রস্তাব রয়েছে। বাবুঘাট থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত নদীপথে বিভিন্ন পঘটন-সার্কিট গড়ে তোলা হবে। দিনের পাশাপাশি রাত্রিযাপনের পঘটন-অভিজ্ঞতারও পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতায় জল-মেট্রো প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগও এই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পঘটন অতিথিশালাগুলির আধুনিকীকরণ এবং মন্দারমণিকে আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্রসৈকত পঘটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। পঘটন পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণকেও যুক্ত করা হয়েছে।

ভারত মাতার জয় স্লোগান

মুর্শিদাবাদ: মাটি সরে রেলপথে ধস নামায় চালায়ে যাচ্ছেন। মাটি ক্ষয়ের ফলে বসে ব্যাহত হল পূর্ব রেলের হাওড়া-মালদহ শাখায় হাওয়া অংশে প্রয়োজনীয় মেরামতি ও ট্রেন চলাচল। মুর্শিদাবাদ জেলার তিলপাড়া রেললাইন পুনরুদ্ধারের কাজের ওপর ও নিউ ফরাঙ্কার মধ্যে রেলপথের একটি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে অংশ মাটি ক্ষয়ের কারণে বসে যায়। এর হাওড়া-মালদহ শাখায় ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়ে।



পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের তরফে মেরামতির কাজ শুরু করেন রেলের কর্মীরা। জোরদার করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলে তাঁদের কাজের সময় পূর্ব রেলের কমাঁদের ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে তবে ব্যস্ত ঐ শাখায় যাত্রীদের রীতিমতো কমাঁদের উৎসাহিত করেন। তাঁর সঙ্গে ভোগান্তির স্বীকার হতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কমাঁরাও ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান থেকেই একের পর এক ট্রেন লাগাতার দেন। রেলপথের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনরুদ্ধারে ক্যানসেল করায়, বেসরকারি বাসের দর লাগামছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমি

সমিত



সুগারের আলু...